কৃষিজমি, বনভূমি, জলাশয় হ্রাস–দেশের সর্বনাশ!

না গ রি ক সং লা প

কৃষিজমি রক্ষা, পরিকল্পিত আবাসন, গতিময় অর্থনীতি ও বিকশিত জীবন বিনির্মাণে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ

কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

২৯ অক্টোবর ২০১৬ ■ রেড চিলিজ রেষ্টুরেন্ট, পিটিআই মোড়, বগুড়া

কার্যবিবরণী

■ সভাপতি: এডভোকেট একেএম মাহবুবর রহমান, চেয়ারম্যান, বগুড়া পৌরসভা।
■ স্বাগত বক্তব্য ও সংস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: একরাম হোসেন, গ্রুপ সদস্য, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন।
■ নাগরিক সংলাপ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা: ড. আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন।

সভায় উপস্থিত বিশিষ্টজনদের বক্তব্য নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'ল:

■ বজলুল করিম বাহার, সভাপতি, সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), টিআইবি, বগুড়া: কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ আয়োজিত আজকের এই সভায় আত্মপক্ষ সমর্থনে আয়োজকবৃন্দের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য হচ্ছে: আমার মনে হয়, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ বস্তুত: পরিকল্পিত নগরায়ন বিষয়েই জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ নির্বাচিত গ্রামে আর্দশ টাউনশিপ গড়তে চায়। আমার প্রশ্ন ছিল, এই কনসেপ্ট বা ধারণাটি কি আন্দোলন? কেননা এই ধারণার সাথে স্থানীয় সরকারসমূহ প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত পদক্ষেপ না নিলে এই পরিকল্পনা বাস্ড়বায়ন করা খুব কঠিন। সে কারণে এ ব্যাপারে আরও গভীরভাবে চিন্ড়াভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। আমি চাই এই ক্ষুদ্র ভূ-খন্ডের বাংলাদেশে এর কৃষি জমি, বনভূমি, জলাশয় কমে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাক। তবে কিভাবে এটি বাস্ড়বায়ন হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দরকার। পরিকল্পিত নগরায়নের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির এই উদ্যোগকে আমি সমর্থন করি।

■ এডভাকেট সাইফুল ইসলাম পল্টু, আহ্বায়ক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বগুড়া জেলা শাখা: বর্তমানে যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বা উৎপাদন পদ্ধতি দেশে বিদ্যমান রয়েছে, সেখান থেকেই ধনী এবং গরীবের সৃষ্টি হচ্ছে। ধনী এবং গরীব সৃষ্টির নিয়ম অক্ষুন্ন রেখে উপর থেকে আরোপিত উন্নয়নের কিছু পরিকল্পনা শুনতে ভাল লাগলেও কমপ্যাক্ট টাউনশিপ সাধারণ মানুষ, তথা গ্রামের মানুষের জন্য প্রকৃত অর্থে ভাল কিছু বয়ে আনবে না। শহরের অবকাঠামো অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে অথবা শহরের অভিজাত নাগরিকদের নিরাপদ এবং শান্ড়িপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তার লক্ষ্যে কথিত টাউনশিপ পরিকল্পনা করা হয়ে থাকলে তা ধনী-গরীবের বৈষম্য আরও বাড়াবে বৈ কমাবে না। উন্নয়নের নামে কৃষি জমি প্রতি বছর ১ ভাগ হারে কমলেও বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় গ্রামীণ জীবনে প্রান্ড়িক ও মাঝারী কৃষক এবং গরীব মানুষ বিক্রয়সহ নানা কারণে জমি হারাচ্ছে। সেই জমি দেশের মুষ্টিমেয় ধনী তথা কর্পোরেট মালিকদের অধীনে চলে যাচ্ছে। ফলে, কৃষি জমি রক্ষার আইন করা হলেও গ্রামের ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক এবং গরীব মানুষের জমি রক্ষা করা না সম্ভব নয়, যদিও আবাদী জমি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের বিষয়টি আয়োজকরা উত্থাপনই করেন নি।

পুঁজিবাদ তথা মুক্তবাজার অর্থনীতিতে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হলেও সে সম্পর্কিত কোন বক্তব্য এখানে নেই। ব্যক্তি-সম্পদমুক্ত অর্থনীতির ধারণা এবং তার অনুরূপ মন-মানসিকতা (মনন কাঠামো) গড়ে না উঠলে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ধরনের উন্নয়ন নতুন আঙ্গিকে ধনী এবং গরীবের বৈষম্যকে আরও প্রকট করবে। বন্যা-নদী ভাঙ্গনে মানুষ জমি হারাচ্ছে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের নামে বনাঞ্চল তথা সুন্দরবন ধ্বংসের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, প্রকৃতি ও পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে, আন্ড়র্জাতিক নদীতে ভারত একতরফাভাবে বাঁধ দিয়ে পানি প্রত্যাহার করছে–সেই সম্পর্কে আজকের সভার আয়োজকরা সম্পূর্ণ নীরব রয়েছেন।

■ যাহেদুর রহমান যাদু, সভাপতি, বগুড়া প্রেসক্লাব: কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সভায় আলোচকরা, তাদের মতো করে, অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। এখানে নানা ধরণের জটিল বিষয় উপস্থাপন হয়েছে। আমার মনে হয়, এ ধরনের আলোচনা-সমালোচনা করলেই কেবলমাত্র এর সমস্যা সমাধান হতে পারে। আমি মনে করি, আমরা আমাদের গ্রামের লোকেদের

প্রতি প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দিচ্ছি না এবং তাদের সুখ-দুঃখের ভাগিদার হচ্ছি না। কৃষকরা যদি তাদের জমি রক্ষা করতে না পারে, ফসল উৎপাদন করতে না পারে, অর্থ উপার্জন করতে না পারে–তাহলে কিভাবে তারা কৃষির উপর ভিত্তি করে বেঁচে থাকবে?

কৃষকের কাছ থেকে জমি হাত ছাড়া হয়ে গেলে তাদের অনেক সমস্যা হবে। দেশের অর্থনীতির উপর নানাভাবে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে না, হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলো এমন সমস্যায় কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, কিভাবে বসবাস করছে–তা দেখা দরকার। ভিয়েতনাম প্রযুক্তির ব্যবহার এবং টাউনশিপ তৈরি করে পরিবেশ রক্ষা ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছে। ভিয়েতনামে সিদ্ধান্ত্গ্রহণে মতের কোন অমিল হয় না।

■ মো. দেলোয়ার হোসেন, উপ-পরিচালক, পলণ্টী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া (উপ-পরিচালক, পলণ্টী জনপদ প্রকল্প): আমি কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ এটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত্ জর"রি হয়ে পড়েছে। আমরা সকলেই অবগত আছি যে, যেইভাবে জনসংখ্যা বাড়ছে সেইভাবে ভূখন্ড বাড়ছে না। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আমরা বগুড়া পলণ্টী উন্নয়ন একাডেমি গবেষণা করে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এখন থেকে ৫-৭ বছর আগেই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু আমাদের মহাপরিচালক যখন এই পরিকল্পনার কথা বললেন, তখন সবাই তাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করেছে। সবাই বললো, এই পাগল লোকটি কী সব বলছে, যা কখনোই সম্ভব না। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কাছে যখন বিষয়টি উত্থাপিত হয়, এবং তিনি যখন সমস্যাটি বুঝতে পারেন, তখন প্রধানমন্ত্রী একদিনেই ঐ প্রকল্পটি ৭টি বিভাগে বাস্ত্বায়নের উপর গুর"ত্বারোপ করেন। বিষয়টি নিয়ে অনেকগুলো টিভি চ্যানেল নানা ধরণের সংবাদ প্রচার করেছে। এই ধরণের প্রকল্প বিষয়ে অনেকেই বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন, যেমন: প্রকল্পে যারা জমি দেবেন কেবলমাত্র তারাই থাকবেন কি-না? বাস্ত্বে, যারা জমি দেবেন তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, তবে অন্যদেরও অধিকার থাকবে।

বিশেষ করে দেখা যায়, প্রবাসীরা দেশে ফিরে অধিক হারে জমি কিনে নিজের মত করে বাড়ি করেন। বাড়ী তৈরী করে ভাড়া দিয়ে তারা আবার বিদেশে পাড়ি জমান। বাড়ীঘর নির্মাণের ফলে আমাদের দেশে প্রতি বছর অনেক ফসলি জমি হারাতে হচ্ছে। তবে, এই পরিকল্পনাগুলো সম্পর্কে আগে মানুষকে সচেতন করতে হবে এবং তারা কেন এই ধরনের টাউনশিপে থাকবেন, তাদের আয়-রোজগারের কি ব্যবস্থা হবে, জীবনমান কেমন হবে–তা তাদের জানাতে হবে। আর তা না হলে দেশে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ গড়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়বে।

■ একেএম জাকারিয়া, পরিচালক, কৃষি বিভাগ, পলণ্টী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া: কমপ্যাক্ট টাউনশিপ নিয়ে কথা হচ্ছে। আমাদের ডিজি সাহেব পলণ্টী জনপদ নিয়ে কাজ করছেন। আমি যা বলতে চাই, সেটি হ'ল, কৃষি জমি কমছে এটা সত্য কথা। বর্তমানে ১ শতকরা হারে কমছে। ৫ বছর পরে ২ শতকরা হারে কমবে। এ হারে কৃষিজমি কমতে থাকলে একশ' বছরের মধ্যেই সব ধরনের জমি বাড়ীঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনায় বদ্ধ হয়ে যাবে। দেখা যাচ্ছে, ৫০ বছরের মধ্যেই কৃষিজমি হারিয়ে যাবে। জমি শেষ হয়ে যাবে–এ ব্যাপারে কারও কোন সন্দেহ নাই।

আমি ব্যক্তিগতভাবে গর্ববোধ করি এই কারণে যে, এদেশের অনেক পরিত্যক্ত, বলা চলে, প্রায় মরা জমি কাজে লাগানোর পরিকল্পনা চলছে। কৃষি জমির ক্ষেত্রে গবেষণা চলছে, কৃষকের গুর"ত্ব বাড়ছে, প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে এবং কৃষি জমি রক্ষা করার ব্যাপারগুলো পলণ্টী জনপদ তৈরির এই প্রকল্পে বিবেচনায় এসেছে। কৃষিজমি কমে যাওয়া আমাদের বন্ধ করতেই হবে। পৃথিবীর অনেক দেশ কৃষিকাজ ছেড়ে দিচ্ছে। আমরা আমাদের কৃষিজমি রক্ষা করতে পারলে ভবিষ্যতে আমাদের সামনে একটা বড় সুযোগ আসবে, আর তা হ'ল: আমরা সেইসব দেশকে খাওয়াবো, অর্থাৎ সেইসব দেশে খাদ্য রপ্তানী করবো। কৃষিজমি ক্ষয় হয়ে যাওয়া বা অপব্যবহার হওয়া বন্ধ করার জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। পলণ্টী জনপদ বা কমপ্যাক্ট টাউনশিপ আমাদের অনেক বিশাল অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাগুলোকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে।

আমি যে বিষয়টির উপর আলোকপাত করতে চাই, তা হ'ল: আমরা পলণ্টী জনপদ করছি আরডিএ'র আওতায়। প্রশ্ন হচ্ছে, এটা আরডিএ কেন করবে? আরডিএ গ্রামীণ উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে, কৃষি নিয়ে কাজ করে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে, চর উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে–তাহলে বিল্ডিং নিয়ে কাজ করবে কেন?

পলণ্টী জনপদ, অর্থাৎ আমি যে ধারণাটি আপনাদের দিয়েছি সেটা হ'ল: বিল্ডিংটা একটি উপলক্ষ মাত্র। এটা কৃষিজমি রক্ষা করার একটা মডেল বা নমুনা প্রস্ত্বাব, যেখানে মানুষ স্বস্ত্তিতে থাকবে, শান্ত্তিতে থাকবে, আয়-রোজগার বাড়াতে পারবে। তার মানে হ'ল: সরকার এই জিনিসটি উপলব্ধি করেছে। একটি ভবনের মধ্যে মানুষের জীবন-যাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। আর এই জিনিসটা আরডিএ করতে পারবে বলেই আমাদের উপর দায়িত্বটা এসেছে।

আমরা একটা প্রকল্পের জন্য প্রস্ত্বাব করেছিলাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখানে ৭টা প্রকল্প একনেকে অনুমোদন দিয়েছেন। প্রকল্প শুর" করার আগে আমাদের যে যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে, বা আয়ুক্ষয় হয়েছে, সেখান থেকে আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। আপনাদের সেখান থেকে ধারণা নিতে হবে। আর সতর্কবাণী হিসেবে আমি বলতে চাই, এটা আরডিএ'র

জন্য এবং আপনাদের কমপ্যাক্ট টাউনশিপের জন্যও প্রযোজ্য, তা হ'ল: আমরা একটা সমাজ কাঠামোকে অর্থ্যাৎ শত বছরের গ্রামীণ ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে ভেঙ্গে তাদেরকে ভবনের একরকম খাচাঁয় ভরতে চাইছি। অবারিত গ্রাম জীবন থেকে কমপ্যাক্ট টাউনশিপের জীবনের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এই রূপান্ড়রের সময় হাজারটা বিষয় সমস্যা হিসেবে সামনে আসবে, যেমন আমার বাড়ীর কাজের ছেলেটা আর আমি কি পাশাপাশি ফ্লাটে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবো? তাই সবিনয়ে অনুরোধ করছি, আমরা পলণ্টী জনপদ গড়ছি, আপনারা যখন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ গড়বেন–তখন দয়া করে আমাদের পরামর্শ নেবেন, যাতে করে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো আপনাদের সাথে বিনিময় করতে পারি। আমরাও আপনাদের পরামর্শ গ্রহণ করবো। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা যা করছি তা যদি ভুল হয় তাহলে ঐ ভবন কিন্তু ভূতের বাড়ীতে পরিণত হবে। সুতরাং আপনারা যখন কিছু করবেন, অবশ্যই আরডিএ'র সাথে পরামর্শ করে করবেন।

■ প্রকৌশলী খোন্দকার গোলাম মোস্ড়ফা, অধ্যক্ষ, বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া:

বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের আগামী দিনের জটিল সমস্যা: কৃষি জমি রক্ষা, পরিকল্পিত আবাসন, গতিশীল অর্থনীতি ও বিকশিত জীবন বিনির্মাণ বিষয়ক কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের চিন্ড়াভাবনাকে স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশে অনেক ভাল ভাল প্রকল্প নেওয়া হয় এবং অনেক সময় প্রকল্প বাস্ড়বায়নও করা হয়, কিন্তু পরে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ বা সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে প্রকল্প ব্যর্থ হয়, বা অর্থের অপচয় হয়। যেমন বগুড়া শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা। অনেক অর্থের বিনিময়ে সঠিক পরিকল্পনা মত করা হলেও তা পুরোপুরি সফল নয়।

এ ছাড়াও বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে এলজিইডি নির্মিত অনেক রাস্ড়া রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সম্পূর্ণররূপে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেছে। তাই আমার বক্তব্য, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন যেন রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা মাথায় রেখে কোন প্রকল্প বাস্ড়বায়ন করে। দেশের আগামী দিনের আলোচিত জটিল সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য কমপ্যাক্ট টাউনশিপের প্রস্ড়াবের বিকল্প কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। এই প্রস্ড়াব দ্রুত বাস্ড়বায়ন একান্ড় প্রয়োজন। সকলকে আন্ড়রিক ধন্যবাদ।

সংলাপ অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) বগুড়া জেলাা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান, শেরপুর পৌরসভার মেয়র মো. আব্দুস সাত্তার, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মেজবাইল আলম, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মুরাদ হোসেন, ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. এটিএম নূর-জ্জামান, ওয়ার্ল্ড ভিশনের ইভান্স গোমেজ, শাহজাহানপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সরকার বাদল। এতে অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন, বগুড়া রিয়েল স্টেট এসোসিয়েশনের সভাপতি আনোয়ার-ল করিম দুলাল, বেসরকারি সংস্থা জিইউকে'র পরিচালক মুখলেসুর রহমান প্রমুখ।

জাতীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন গণমাধ্যমের উলেণ্টখযোগ্যসংখ্যক প্রতিনিধিসহ নাগরিক সংলাপ অনুষ্ঠানে মোট ৪৪জন অংশ নেন।

■ *প্রতিবেদন: একরাম হোসেন, সিটিএফ; সহযোগিতা: রিপন দাস, বগুড়া।*